যুগান্তর

তারিখ 26 AUG 2009
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

সংঘর্ষ : শিক্ষকদের ওপর হামলা

ঢাবি ও চবির ১৩ ছাত্রলীগ কর্মী বহিষ্কার

যুগান্তর ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্দীন হলে সোমবার রাতের সংঘর্ষের ঘটনায় ৮ ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় ৫ ছাত্রলীগ নেতাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার জানান, সোমবার রাতে ২২ আগস্টের একটি ছিনতাইয়ের ঘটনা নিয়ে কবি জসীমউদ্দীন হলের ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে আহত হয় অন্তত ১৫ নেতাকর্মী। এ ঘটনায় যে আট ছাত্রলীগ কর্মীকে হল থেকে বহিষ্কার করা হয় তারা হল— নাট্যকলা বিভাগের মোঃ মোস্তফা

বহিষ্কার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

বহিষ্কার : ছাত্রলীগ কর্মী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আমিন, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের মোঃ মেহেদী হাসান, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের মোঃ মেহেদী হাসান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লিটন মাহমুদ, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মোঃ এনামুল হক, ট্যুরিজম বিভাগের আবদুল্লাহ আল মামুন, নাট্যকলা বিভাগের জাহিদ এবং দর্শন বিভাগের বাপ্পী। এছাড়া জসীমউদ্দীন হলের ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি আবদুর রহমান জীবন ও সাধারণ সম্পাদক কাজী এনায়েতকে চূড়ান্তভাবে সতর্ক করা হয়েছে। এ দু'জন এবং তাদের সমর্থকরা আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হল কর্তৃপক্ষ তাদের বিরুদ্ধে কঠোর সিদ্ধান্ত নেবে বলেও হুঁশিয়ার করেছে।

২২ আগস্ট রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাসভবনের সামনে ছিনতাই করতে গিয়ে জসীমউদ্দীন হলের ছাত্রদের হাতে প্রহৃত হয় কয়েক ছিনতাইকারী। এদের প্রত্যেকের বাড়ি গোপালগঞ্জে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএম হল ছাত্রলীগের এক নেতার প্রশ্রয়ে ছিনতাইকারীরা দীর্ঘদিন ধরে হলে অবস্থান করছে আর এসব অপকর্ম ঘটিয়ে যাচ্ছে। ওই রাতে তাদের বাঁচাতে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন ওই অঞ্চলের দুই ছাত্রলীগ নেতা। এর জের ধরে ঘটে কবি জসীমউদ্দীন হলের সংঘর্ষ। জসীমউদ্দীন হলে সংঘর্ষের ঘটনায় ছাত্রলীগের ৮কর্মীকে মঙ্গলবার হল থেকে বহিষ্কারের পাশাপাশি হল প্রশাসন বহিষ্কৃতদের ব্যাপারে আরও ব্যবস্থা নিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে। ঘটনার প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর হল কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত নেয়। আরও অনুসন্ধানের জন্য হলের আবাসিক শিক্ষক নাসির উদ্দিন মুন্সিকে প্রধান করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী তিনদিনের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বের করা ছাত্রলীগের মিছিলে বাধা দেয়ায় দু'শিক্ষক লাঞ্ছিত হয়েছে। এ ঘটনায় ৫ ছাত্রলীগ নেতাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। মঙ্গলবার সকালে মৌন মিছিলে বাধা প্রদান ও ব্যানার কেড়ে নেয়ায় উত্তেজিত ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. তৌহিদ হোসেন চৌধুরী ও সহকারী প্রক্টর চন্দন কুমার পোদ্দার। বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি বৈঠকে পাঁচ ছাত্রলীগ নেতাকে এক বছরের জন্য বহিষ্কারসহ ক্যাম্পাসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছে প্রশাসন। বহিষ্কৃতরা হল চবি ছাত্রলীগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপ-সম্পাদক জাহেদুল ইসলাম জুয়েল, আরমান সিদ্দিকী রিমন, একেএম সোহেল রানা ও শান্তনু মজুমদার। একই সঙ্গে নৃবিজ্ঞানে মাস্টার্সের ছাত্র কাজী মোহাম্মদ আলমকে বহিষ্কার ও ৮০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও ছাত্রলীগ মুখোমুখি অবস্থান নিয়েছে। গতকাল দুপুর সাড়ে বারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেলস্টেশন এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।